ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN. 1 1 1999
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

আয়কর ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন

করমুক্ত আয়ের সীমা ৭৫ হাজার টাকা, বৃহৎ করদাতাদের জন্য পৃথক কর অঞ্চল

কাগজ প্রতিবেদক : আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে দেশের আয়কর ব্যবস্থায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা পুনর্নির্ধারণ, বৃহৎ করদাতাদের জন্য একটি পৃথক কর অঞ্চল এবং দেশে আরো তিনটি নতুন কর অঞ্চল প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়াও বাজেটে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর আদায়ের পদ্ধতির জটিলতা দূর করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজেটে ব্যক্তিশ্রেণীভুক্ত করদাতাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে চারটি স্তরের ভিত্তিতে। প্রথম ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর করের হার শূন্য শতাংশ, পরবর্তী ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর ১০ শতাংশ, পরবর্তী ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ১৮ শতাংশ এবং অবশিষ্ট মোট আয়ের ওপর করের হার ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কর আদায় ও কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহৎ করদাতাদের জন্য একটি পৃথক কর অঞ্চল এবং সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে তিনটি নতুন কর অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৬৩ সালের সম্পদ কর আইন বাতিল করে সম্পদের ভিত্তিতে কর আদায় কার্যক্রমকে আয়কর আইনের আওতাধীন করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। যে সকল করদাতার নিট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য ১০ লাখ টাকার বেশি, তাদের ক্ষেত্রে সম্পদ করের বিকল্প হিসেবে প্রদেয় আয়করের ওপর ১০ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করা হবে।

কর প্রস্তাবের তাৎপর্য তুলে ধরে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী অর্থবছরে আয়কর খাতে করদাতাদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের ফলে ৪৮ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাস পাবে। অন্যদিকে করভিত্তি সম্প্রসারণের ফলে ২৫৩ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ খাতে নিট রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে ২০৫ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের ফলে মোট ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ করা এবং কর আদায়ের বিদ্যমান আইনের জটিলতা দূর করার লক্ষ্যেই এই পরিবর্তনগুলো করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশে আয়করদাতার সংখ্যা অতি নগণ্য। তাই সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ করা ছাড়া উপায় নেই।

অর্থমন্ত্রী বেতনভুক করদাতাদের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত করকে আয় হিসেবে বিবেচনা করা অর্থাৎ 'করের ওপর কর' ধার্যের বর্তমান বিধান রহিত করার প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণকেই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করারও প্রস্তাব করেন।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

আয়কর ব্যবস্থায় পরিবর্তন

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি স্বনির্ধারণী রিটার্নের ক্ষেত্রে অডিট পদ্ধতি সুস্পষ্ট করার জন্য বিদ্যমান ৩ বছরের বিধান রহিত করে কম্পিউটারের সাহায্যে দৈবচয়নের মাধ্যমে বাছাইকৃত ২০ শতাংশ মামলা প্রতিবছর অডিটের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধিকসংখ্যক করদাতাকে কর নেটের আওতায় আসার জন্য বাজেটে বেশ কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে। স্পট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতির আওতায় নতুন করদাতা শনাক্ত করে উপ-করকমিশনারগণ তাৎক্ষণিকভাবে ধার্যকৃত আয়ের ওপর কর নির্ধারণ করবেন। করদাতারা সম্মত হলে কর্মকর্তারা তখনই কর আদায়ের ব্যবস্থা নেবেন। পরবর্তীসময়ে সেই করদাতাদের নামে টিআইএন বরাদ্দ করে নতুন নথি খোলা হবে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত যেকোনো ক্লাবের সদস্যদের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। এ ছাড়া গাড়ির মালিকরা তাদের কার, জিপ, মাইক্রোবাস বা মিনিভ্যানের ফিটনেস নবায়নের সময় তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে আয়কর জমা দেওয়ার বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গৃহসম্পত্তিতে বিনিয়োগকারীরা যদি তাদের বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করেন, তাহলে তাদের বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না বলে নতুন বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে সড়ক যানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনুমিত আয়কর প্রদান ব্যবস্থা নৌযানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার প্রস্তাব করে বলা হয়েছে, নৌযান রেজিস্ট্রেশনের সময় বিনিয়োগের ওপর নির্ধারিত হারে উৎসে কর প্রদান করলে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

প্রস্তাবিত বাজেটে পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বর্তমান হার কমিয়ে ৫ শতাংশ করা, এক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকার অব্যাহতি সীমা বিলোপ, রপ্তানি ক্ষেত্রে ০.২৫ শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান বিলোপ এবং আয়কর আইনের আওতায় সুদ ও ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।